দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 31 2000 ...
পৃঃ ৭৭ কলাম ৭ ......

নকলমুক্ত পরীক্ষা এবং মাদারীপুরের দৃষ্টান্ত

সদ্যসমাপ্ত এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল, কামিল পরীক্ষা মাদারীপুরে এবারে প্রায় নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সারাদেশে যেখানে নকলের এক প্রকার উৎসব চলেছে, সেখানে মাদারীপুর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা একটি মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মাদারীপুরে এসব পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এখানকার মানুষ অভিভূত। সারাদেশে নকলের অন্ধকারের মধ্যে মাদারীপুর জেলা একটি আলোর প্রদীপ। এ আলো সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রজ্বলিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাদারীপুর জেলার প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও সক্রিয় আরও সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন পুলিশ প্রশাসন, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রশাসনের সকল ক্যাডার অফিসারসহ সর্বস্তরের সচেতন জনগণ। অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ জেলার পরীক্ষা ছিল নকলমুক্ত।

২০০০ সালের এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল, কামিল পরীক্ষা খুব কড়াকড়িভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনকারী শিক্ষার্থীরা সুযোগ পেয়েছে কম। ভিজিলেন্স টিমের সদস্যবৃন্দ ছিলেন তৎপর। পরিশ্রম করেছেন জেলা প্রশাসক ফরহাদ রহমান। প্রায় প্রতিদিনই জেলা প্রশাসক ফরহাদ রহমান বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সাংবাদিকদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, জেলা সদর, কালকিনি ও রাজৈর উপজেলায় কড়াকড়িভাবে ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় ছিল। তবে শিবচর উপজেলায় কিছুটা শিথিলভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তারপরও সামগ্রিক অর্থে এবার মাদারীপুরে নকলমুক্তভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরীক্ষায় প্রায় প্রতিদিনই পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীদের শরীর অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ সময় ছাত্রদের অনুসন্ধান করেছে পুরুষ ও মেয়েদের অনুসন্ধান করেছে মহিলা। এ অনুসন্ধানকালে অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে তাকে নিস্তার দেয়া হয়নি। আর সরাসরি নকলের পথ ছিল রুদ্ধ।

অপরদিকে নকলবাজরা নকল না করতে পেরে হয়েছেন ক্ষুব্ধ। অনেক শিক্ষার্থী চাপের মুখে পড়ে কয়েকটি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পরবর্তীতে অনুপস্থিত থেকেছে পরীক্ষা থেকে। নকলবাজরা ক্ষুব্ধ হলেও তারা তেমন কিছুই করতে পারেনি। কারণ জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক দলসমূহ ছিল নকল প্রতিরোধে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যে কারণে গত ক'বছরের নকলের চিত্র পাল্টে গেছে। পরীক্ষার হল হয়েছে পবিত্র স্থান। এর ফলে নতুন আলোর সন্ধান পাওয়া গেছে যে আলোতে উদ্ভাসিত হলে শুধুমাত্র মাদারীপুরবাসীই নয় পুরো বাংলাদেশই নতুন করে গতিময় জীবনের সন্ধান পাবে।

ভবিষ্যতে যেন মাদারীপুরের সকল পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় গত ৫ জুন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ফরহাদ রহমান। উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুরকে নকল মুক্ত করার অন্যতম উদ্যোক্তা মাদারীপুর সরকারী নাজিম উদ্দীন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ এ বি এম সামসুদ্দীন আহমেদ, পুলিশ সুপার মোঃ সফিকুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বাচ্চু ভুঁইয়া, চারটি উপজেলার ইউএনও, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি চৌধুরী নূরুল আলম (বাবু চৌধুরী), জেলা জামায়াতের আমির ডাঃ ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মাদারীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান খান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাদারীপুর জেলা কমান্ডার নাসির উদ্দীন জমাদার, বিএমএ সভাপতি ডাঃ আবদুল বারি, শিবচর ও কালকিনি পৌরসভার চেয়ারম্যানদ্বয়, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিভিন্ন কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক, প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাসহ জেলার নানান স্তরের সচেতন নাগরিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন বক্তা মতবিনিময়কালে আগামীতে মাদারীপুরের সকল পাবলিক পরীক্ষা নকলমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভাটি পরিচালনা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ মোস্তফা।

এ মতবিনিময় সভায় বক্তারা বিভিন্ন ধারায় সন্তোষ প্রকাশ করে আগামীদিনে মাদারীপুর নকলমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভায় অধ্যাপক আবদুল জাব্বার মিয়া বলেন, এবারের পরীক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়েছে, যা মাদারীপুরের ইতিহাসে প্রথম। তিনি এটাকে জেলা প্রশাসকের কারিশমা বলে উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষক সংকট কাটিয়ে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আগামী দিনগুলো নকলমুক্ত করার পরামর্শ দেন।

প্রভাষক কামরুল হাসানের মতে, এবারের পরীক্ষা শিক্ষকদের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে। অধ্যাপিকা তহমিনা সিদ্দিকী বলেন, তার ২২ বছরের শিক্ষকতা জীবনে এ ঘটনা চিরস্মরণীয়। রাজৈর কলেজের ইংরেজী বিভাগের একজন শিক্ষক বলেন, শিক্ষকদের সদিচ্ছা থাকলে পরীক্ষায় শতকরা ৬০ ভাগ নকলরোধ করা সম্ভব। সুফিয়া মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌসী ডালিয়ার মতে, এবারের পরীক্ষায় শিক্ষকদের মর্যাদা ফিরে এসেছে। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র জেলা শহরেই এ ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। শিবচরের নূরুল আমীন কলেজের অধ্যক্ষের মতে, শিবচর উপজেলায় শতকরা ১০০ ভাগ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। একজন কলেজ অধ্যক্ষের মতে, টেস্ট পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলে এমনিতেই অনেকটা নকল প্রতিরোধ সম্ভব। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে বেতনপ্রথার শিথিলতা আনয়ন প্রয়োজন।

মতবিনিময় সভায় আগামীতে যাতে মাদারীপুরসহ সারাদেশে সুষ্ঠু আর সুন্দর পরিবেশে এবং নকলমুক্ত অবস্থায় সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য সুপারিশ রাখা হয়। এ সুপারিশ বা অভিমতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

- সব পরীক্ষা জেলা শহর বা উপজেলা শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।
- প্রশাসন, শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক সমাজ, রাজনৈতিক দলসহ সর্বস্তরের সমন্বয়ে প্রতি বছর নকল প্রতিরোধ কমিটি থাকতে হবে।
- কেন্দ্রসমূহে অবাঞ্ছিত লোকের প্রবেশাধিকার রোধ করা।
- শিক্ষকসঙ্কট দূর করে সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান জরুরী।
- টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী কোন অবস্থাতেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষকদের নিজ কলেজের বাইরে অন্য কেন্দ্রে ডিউটি দেয়া।
- পরীক্ষার্থীদের নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের কেন্দ্রে অংশ নেয়া।
- সেশনজট দূর করার জন্য সমন্বিত প্রয়াস।
- সব সময় সব পরীক্ষায় ক্ষমতাসীন দলের সাহায্যের হাত প্রসারিত করা।
- শিক্ষকদের সার্বিক নিরাপত্তা দেয়া।
- শিক্ষকদের বেতনের সাথে পরীক্ষায় পাসের হার শিথিল করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সর্বোপরি মাদারীপুরে এবার নকলমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটিকে মডেল হিসেবে ধরে নিয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধনসাপেক্ষে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই আজকের শিক্ষার্থী আগামীর উজ্জ্বল তারকা। এরাই জ্যোতির্ময় বাংলাদেশের কর্ণধার। সোনালী সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সবার শ্লোগান হোক- 'নকল ঠেকাও- দেশ বাঁচাও'।

মুহাম্মদ সেলিম ফরাজী